দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 NOV 1993
পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

১৩৮

## শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

আমরা ঝালকাঠী জেলার অন্তর্গত কাঠালিয়া থানার অধিবাসী। কাঠালিয়া থানার প্রাণ কেন্দ্রে ১টা কলেজ, ১টা বয়েজ হাই স্কুল ও ১টা গার্লস হাই স্কুল আছে। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্প্রতি কাঠালিয়া পাইলট গার্লস হাই স্কুলকে জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছেন। এই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে একটা অনিয়ম আমরা লক্ষ্য করছি। গত ১৩-৮-৯২ তারিখ দৈনিক প্রবাসী, বরিশাল থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় কাঠালিয়া পাইলট গার্লস হাই স্কুলে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। সেই মোতাবেক অনেকে আবেদন করেন। ১৭-৯-৯২ তারিখে ৪৭৭ নং স্মারকের চিঠি প্রধান শিক্ষিকার স্বাক্ষর হয়ে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ইস্যু করা হয় এবং সাক্ষাৎকারের তারিখ ধার্য করা হয় ২৪-৯-৯২ তারিখ। কিন্তু আবেদনকারীর মধ্যে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাক্ষাৎকারের জন্য চিঠি দেয়া হয়নি। প্রধান শিক্ষিকা স্কুলে কর্মরত শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির স্বজনদের মধ্যে ৪ (চার) জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করেন। কিন্তু সরকারী অনুমতি ছাড়া কোন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা যাবে না বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৭-৫-৯২ তারিখ এক সরকারী আদেশ জারি করেন। এই আদেশের তোয়াক্কা করলেন না প্রধান শিক্ষিকা। তিনি বিজ্ঞাপন দিলেন ১৮-৮-৯২ তাং সাক্ষাৎকার নিলেন ২৪-৯-৯২। সরকারী আদেশ দায়সাড়াভাবে পালন করে অনুমতি দেয়ার জন্য ২৪-৯-৯২ তারিখ বরিশালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের একজন পরিদর্শক দ্বারা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করালেন। অথচ পরিদর্শন রিপোর্ট পাওয়ার পূর্বেই শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়েছিল। ২৪-৯-৯২ তারিখ নতুন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ দেখিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক অধিদফতর হতে বিল পাশ করাতে না পেরে ২-৫-৯২ তারিখ নিয়োগ দেখিয়ে বিল পাশ করাতে সচেষ্ট হন। এক পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক বিল বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে জোরালো তদবিরের মাধ্যমে ৩০-৮-৯২ তারিখ বেতাগী রূপালী ব্যাংক হতে ৭২,০০০/- সরকারী টাকা উত্তোলন করা হয়। পরবর্তীতে আরো টাকা উত্তোলন করা হয়, যা সম্পূর্ণ অবৈধ ও সরকারী আইন বহির্ভূত।

আমাদের জনমনে প্রশ্ন জাগে, সরকারী আদেশ উপেক্ষা করে ১৮-৮-৯২ তারিখে বিজ্ঞাপন দেয়া, ২৪-৯-৯২ তারিখে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা, একই তারিখে নিয়োগের অনুমতির জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শন করানো হল— অথচ কি করে ২-৫-৯২ তারিখের নিয়োগ দেখিয়ে সরকারী টাকা উত্তোলন করা সম্ভব হলো। বিষয়টি জরুরীভাবে অনুসন্ধান করে দেখা হোক। সনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হোক।

—মোঃ সেলিম সিকদার,
গ্রাম + পোঃ + থানা- কাঠালিয়া,
ঝালকাঠি।